Political Science

10. অভিযোগের যুদ্ধকালীন সময়েও লর্ডসভার এই অধিকার অক্ষুন্ন থাকে।

iv) সভার সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন সদস্য তার ব্যক্তিগত প্রতিবাদ লর্ডসভার কার্যবিবরণীতে রেকর্ড করাতে পারেন।

v) কোন ব্যক্তিকে অযোগ্য মনে করলে লর্ড সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সভার কাজে যোগ দেওয়ার সুযোগ নাও দিতে পারে।

vi) লর্ডসভা ইংল্যান্ড স্কটল্যান্ড ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের চূড়ান্ত আপিল আদালত হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া কমন্সসভা কর্তৃক উত্থাপিত গুরুতর অভিযোগ এর বিচার করার অধিকারও লর্ডসভার আছে।

11. মার্কিন সিনেট ও ব্রিটেন লর্ডসভার তুলনামূলক আলোচনা

→ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষের নাম লর্ডসভা এবং নিম্নকক্ষের নাম কমন্সসভা। ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ লর্ডসভার গুরুত্ব অত্যন্ত কম। লর্ডসভা ও সিনেটের মধ্যে সিনেটই অধিক শক্তিশালী। গঠন ব্যবস্থা ও ক্ষমতার মূল্যায়ন উভয় দিক থেকে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

i) ব্রিটিশ লর্ডসভা উত্তরাধিকার সূত্রে বা মনোনয়নের দ্বারা গঠিত হয়। অন্য দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যের জনগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে মার্কিন সিনেট গঠিত হয়।

ii) লর্ডসভার সদস্যসংখ্যা প্রায় ১২০০ জন। কিন্তু সিনেট মাত্র ১০০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত।

iii) ১৯১১ ও ১৯৪৯ সালে দুটি পার্লামেন্ট আইন পাস হওয়ার পর লর্ডসভা আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত ক্ষমতা বিশেষ ভাবে হ্রাস পেয়েছে কিন্তু মার্কিন সিনেট আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী ক্ষমতার অধিকারী। মার্কিন সিনেট প্রতিনিধি সভার থেকে অনেক ক্ষমতা বেশি রাখে।

iv) আপিল বিচারের ক্ষেত্রে কিন্তু লর্ডসভা সিনেটের তুলনায় অধিক ক্ষমতার ~~অধিকারী~~ অধিকারী। লর্ডসভা ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আপিল আদালত। মার্কিন সিনেট সর্বোচ্চ আপিল আদালত হিসেবে কাজ করে না।